177

দৈনিক সংবাদ

তারিখ 23 APR 1998
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ৭

প্রশ্নপত্র ফাঁস ও সংবাদপত্রের স্বাধীনতা

পরীক্ষার দিনই ইংরেজি দ্বিতীয় পত্রের ফাঁস হয়ে যাওয়া প্রশ্নপত্র ছাপানোর দায়ে চট্টগ্রাম ও কুমিল্লার কয়েকজন সাংবাদিককে গ্রেফতার করা হয়েছে। সংশ্লিষ্ট পত্রিকা দু'টির বিরুদ্ধে মামলা করা হয়েছে। গ্রেফতারকৃতদের মধ্যে চট্টগ্রাম কর্ণফুলী পত্রিকার প্রকাশক ও যুগ্ম বার্তা সম্পাদককে পরবর্তীকালে জামিনে মুক্তি দেয়া হয়েছে। কুমিল্লা থেকে প্রকাশিত কুমিল্লা বার্তার সম্পাদককে গ্রেফতার করে জেলে পাঠানো হয়েছে। অন্যদিকে চট্টগ্রামের প্রভাবশালী দৈনিক আজাদী পত্রিকায় বাংলা দ্বিতীয়পত্রের প্রশ্ন আগে প্রকাশিত হলেও ফাঁস হয়ে যাওয়া প্রশ্নপত্রের ভিত্তিতে পরীক্ষা নেয়া হয়েছে। সংশ্লিষ্ট পত্রিকাগুলোর বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থাও গ্রহণ করা হয়নি। বোর্ড কর্তৃপক্ষ বলছেন সংশ্লিষ্ট দৈনিকগুলোর কর্তব্য ছিল প্রশ্নপত্র ফাঁস হওয়ার বিষয়টি বোর্ড কর্তৃপক্ষকে অবহিত করা। কিন্তু তা না করে পত্রিকাগুলো ফাঁস হয়ে যাওয়া প্রশ্নপত্র প্রকাশ করে ছাত্রদেরকে অসদুপায় অবলম্বন করতে উৎসাহিত করেছে। পাবলিক পরীক্ষা সম্পর্কিত অফিসিয়াল গোপনীয়তার আইন তারা লংঘন করেছে। পত্রিকা এবং সংশ্লিষ্ট সাংবাদিকদের বিরুদ্ধে এ আইনের ধারায় মামলা করা হয়েছে।

কিন্তু কর্তৃপক্ষের দ্বিমুখী নীতি আমাদের কাছে বোধগম্য নয়। ফাঁস হয়ে যাওয়া প্রশ্নপত্র ছাপানোর অভিযোগে ছোট দু'টি পত্রিকার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়া হলেও প্রভাবশালী পত্রিকার বিরুদ্ধে, কিন্তু কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়নি। এ থেকে কি আমরা কর্তৃপক্ষের উদ্দেশ্যের প্রতি আস্থা রাখতে পারবো? পত্রিকাগুলোর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের প্রয়োজনীয়তা পড়লো কেন প্রশ্নপত্র ফাঁসকারীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নানিয়ে?

এটা ঠিক যে সংশ্লিষ্ট পত্রিকাগুলো প্রশ্নপত্রের ফাঁস হওয়ার ব্যাপারটি বোর্ডকে জানানো উচিত ছিল। সেটা না করে তারা নিজেরাই প্রশ্নপত্র ছাপিয়ে দিয়েছে। এতে হয়তো পত্রিকাগুলো তাদের সীমা লংঘন করেছে। কিন্তু এটা তো সত্য যে, পত্রিকাগুলো প্রশ্নপত্র ফাঁস করেনি। যারা প্রশ্নপত্র ফাঁস করেছে বা বোর্ড এবং বিজি প্রেসের যেসব কর্মকর্তা ও কর্মচারী প্রশ্নপত্র ফাঁস হওয়ার সঙ্গে জড়িত তাদের খুঁজে বের না করে বোর্ড কর্তৃপক্ষ সামনে সংবাদপত্র পেয়ে তাদের ঘাড়েই চেপে বসেছে অফিসিয়াল সিক্রেট অ্যাক্ট ভঙ্গের অজুহাতে। বোর্ড কর্তৃপক্ষ কি দোষী ব্যক্তিদের রক্ষা করার জন্যই উদোর পিন্ডি বুধোর ঘাড়ে চাপানোর চেষ্টা করেছেন?

বোর্ড কর্তৃপক্ষ যদি বলে সংবাদপত্রগুলো তাদের অধিকারের অপব্যবহার করেছে তবে বলতেই হয় যে, কর্তৃপক্ষও আইনের অপব্যবহার করেছেন। যেখানে ব্যবস্থা নেয়ার কথা প্রশ্নপত্র ফাঁসকারীদের বিরুদ্ধে, সেখানে সংবাদপত্রের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিয়ে সংবাদপত্রের স্বাধীনতার উপরই হস্তক্ষেপ করে বসে আছে। প্রশ্নপত্র ফাঁস হয়েছে এটা দেশবাসীকে জানানো সংবাদপত্রগুলোর নৈতিক দায়িত্ব। সেই দায়িত্ববোধ থেকেই তারা প্রশ্নপত্রও ছেপেছে। না ছাপিয়ে সংবাদপত্র কিভাবে প্রমাণ করবে যে প্রশ্নপত্র ফাঁস হয়েছে? আজ যদি এ অপরাধে সংবাদপত্রের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়া হয় তবে ভবিষ্যতে কোন সংবাদপত্র বোর্ডের এ ধরনের ব্যর্থতা কিম্বা দুর্নীতি ও অনিয়মের সংবাদ প্রকাশের ক্ষেত্রে অতিরিক্ত সাবধানতা অবলম্বন করবে। কর্তৃপক্ষ কি তাই চাচ্ছেন? শাস্তিমূলক ব্যবস্থা প্রয়োগ করে কি সংবাদপত্রের উপর চাপ সৃষ্টি করতে চাচ্ছেন যাতে বোর্ড পরীক্ষা ব্যবস্থায় যে সব অনিয়ম আছে সেগুলো প্রকাশ না পায়। দেশে আইন আছে প্রশ্নপত্র ফাঁস করার বিরুদ্ধে, তবে আইনের যথাযথ প্রয়োগ হওয়া বাঞ্ছনীয়। আইনের উদ্দেশ্য হতে হবে যাতে পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁস রোধ করা সম্ভব হয়। এবং সেজন্যই প্রকৃত ফাঁসকারীদের বিরুদ্ধেই আইনের প্রয়োগ হতে হবে। তা না করে সংবাদপত্রের কণ্ঠরোধ করে আইনের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য দুটোকেই বিপথগামী করা হচ্ছে। সংবাদপত্রের বিরুদ্ধে বোর্ড কর্তৃপক্ষের জেহাদ মত প্রকাশের স্বাধীনতার মৌলিক অধিকারের পরিপন্থী। আমরা এর প্রতিবাদ করছি।